গঠনতন্ত্র

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

الدستور

গঠনতন্ত্র

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

٧٩/ك/٣، شمال جترابارى، داكا-١٢٠٤ جوال: ٠١٧٦٥٨١٢٢٦١

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

প্রকাশনায়
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি (জমঈয়ত ভবন), ঢাকা-১২০৪
E-mail: info.shubbanbd@gmail.com
Web: shubbanbd.org
Facebook: @Shubbanbd28128917
Youtube: Shubban Dawah

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ: জুন ১৯৯০
২য় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৩
৩য় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০২১

কম্পিউটার কম্পোজ: শুব্বান কম্পিউটারস
মুদ্রণ: পিক্সেল গ্রাফিক্স, ঢাকা

হাদিয়া: ১৫ টাকা মাত্র।

GATHANTANTRO (Constitution)
Published By
Jamiyat Shubbane Ahl-Al Hadith Bangladesh
Head Office: 79/ka/3, North Jatrabari (Jamiyat Building)
Dhaka-1204
Mobile No: 01765812261, E-mail: info.shubbanbd@gmail.com

প্রসঙ্গ কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্র যুব সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে তাঁর শোকর আদা করছি। যাদের সক্রিয় সহযোগিতায় গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন হল তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি ডঃ আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী এ কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন সেজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গত ২৮/১২/৮৯ তারিখে মহানগরী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল জামে মসজিদের উপরতলায় ঐতিহাসিক 'শুব্বান কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়। এ কনভেনশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভ্রাতৃপ্রতিম কয়েকটি মুসলিম দেশের সম্মানিত কূটনীতিবিদসহ দেশের প্রায় সকল অঞ্চল থেকে বিভিন্ন স্তরের জমঈয়ত হিতৈষীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উপর্যুক্ত কনভেনশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সমমনা আহলে হাদীস তরুণদের নিয়ে তাওহীদী আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ৫৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সংগঠনকে গতিশীল ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্য থেকে ১১ জন শুব্বান সদস্য এবং ১০ জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ২১ সদস্যের একটি গঠনতন্ত্র সাবকমিটি গঠন করে তাদের উপর শুব্বানের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ কমিটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও এর চূড়ান্ত রূপ দেবার উদ্দেশ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি '৯০ তারিখে প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয়। তিন দিনব্যাপী কয়েক দফা বৈঠকের পর অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৩ রামাযান, ১৪১০ হিজরি মুতাবেক ১১ এপ্রিল, ১৯৯০ ঈসায়ী সালে অনুষ্ঠিত সাব-কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে গঠনতন্ত্র প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হয়। পরিশেষে, ১৪ এপ্রিল '৯০ তারিখে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনার পর কিঞ্চিৎ সংশোধনীসহ তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়।

সংগঠনের স্বার্থেই গঠনতন্ত্র। তাই এর কোন ধারা বা উপধারা যেমন অপরিবর্তনীয় নয় তেমনি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া এর কোন অংশই বাদ দেয়া বা উপেক্ষা করা চলে না। ইন্‌শা-আল্লাহ– এই গঠনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ সুসংগঠিত হবে এবং নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে শিখবে– দরবারে ইলাহীতে এই কামনা জানিয়ে প্রসঙ্গ কথার ইতি টানছি।

এ. কে. এম. শামসুল আলম
পরিচালক- শুব্বান বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ও **আহবায়ক**- গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি

দ্বিতীয় সংস্করণের পটভূমি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা সেই মহান রব-এর জন্য যাঁর অপার অনুগ্রহে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্র দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশিত হলো। মূলত, গঠনতন্ত্র হচ্ছে একটি আদর্শ সংগঠনের অতি প্রয়োজনীয় দলীল, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন সংগঠনের মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় তেমনি সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষায়ও গঠনতন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী সংগঠনের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি সত্য বলে প্রমাণিত। আল-কুরআন, আল-হাদীস এবং নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকেই আমাদের এই গঠনতন্ত্র রচিত হয়েছে। শুব্বানে আহলে হাদীসের সকল স্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এ গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতেই পরিচালিত হতে হবে।

অবস্থা ও পরিবেশের বহুবিধ পরির্তন আর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে শুব্বানের গঠতন্ত্রের কতগুলো ধারা-উপধারার পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। যার ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাংগঠনিক কর্মসূচিতে কোন প্রকার পরিবর্তন না করেই কিছু কিছু সংশোধনী এবং কতগুলো নতুন ধারা সংযোজিত করে গঠনতন্ত্রের বর্তমান সংস্করণ মহান আল্লাহর ফযলে প্রকাশিত হলো –আল-হামদুলিল্লাহ। এ গঠনতন্ত্রের আক্ষরিক অনুসরণ করা সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ গঠনতন্ত্র মুতাবিক আমাদের সাংগঠনিক কাজসমূহ সফলভাবে আঞ্জাম দেবার এবং কিতাব ও সুন্নাহর আন্দোলনের মহান লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার তাওফীক 'আতা করুন –আমীন।

ইফতিখারুল আলম মাসউদ
কেন্দ্রীয় সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১০ ডিসেম্বর ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণের পটভূমি

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিঁনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যার পরে আর কোন নবী নেই।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর গঠনতন্ত্রের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ছোটখাটো কয়েকটি সংযুক্তি ও সংশোধনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো- এতে একটি প্রস্তাবনা যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া সংগঠনের চারটি স্তরের দায়িত্বশীলসংখ্যা ও মেয়াদ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি পৃথক উপধারা সংযোজনসহ কিছু সংশোধনী করা হয়েছে। সংগঠনের সকল স্তরে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে সংগঠিত ও সমন্বিত কাজ বাস্তবায়নে এই গঠনতন্ত্রের সুফল লাভের তাওফীক দান করুন। –আমীন।

মোঃ রেজাউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রস্তাবনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের ইহ-পরকালীন সাফল্যের জন্য তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। আর মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসন এবং সংস্কারের জন্যও প্রয়োজন শিরক-বিদ'আত মুক্ত সম্মিলিত দাওয়াতী আন্দোলন। আর তাই, পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সালাফী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র এবং যুবসমাজের মধ্য থেকে যোগ্য জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ১২ ডিসেম্বর আমরা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশকে দেশের তাওহীদী যুবশক্তির সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কাফেলারূপে প্রতিষ্ঠা করেছি।

আমরা অঙ্গীকার করছি যে, আমাদের অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সালাফে সালেহীনের যেসকল মানহায এবং মূলনীতির আলোকে আল-কুরআন এবং সুন্নাহর বিধান প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ করবে, আমরাও সেক্ষেত্রে তাদের অনুগামী এবং সহযোগী হবো।

আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, দলাদলি-উসকানি নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সমমনা দল বা সংগঠনগুলোর মাঝে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আমাদের সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত রাখবো ইন শা আল্লাহ।

আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, চরমপন্থা কিংবা স্বার্থান্বেষী আপোষকামিতা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক মধ্যপন্থাই হবে আমাদের সাংগঠনিক কর্ম-কৌশল।

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার পাশাপাশি এ দেশের সার্বিক উন্নয়নে আমরা সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো।

উল্লিখিত অঙ্গীকার পূরণের উদ্দেশ্যে আমরা 'জমঈয়ত শুববানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'-এর এই সংবিধান গ্রহণ করলাম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সংবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের অঙ্গীকার পূরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা

আহলে হাদীস: যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মানবকূলের মধ্য থেকে কেবলমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অধিনায়কত্ব অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস: ১৯৪৬ সালে গঠিত 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর বাংলাদেশ পরবর্তী নামকে বুঝাবে;

জমঈয়ত: 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'কে বুঝাবে;

শুব্বান: 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'কে বুঝাবে;

রাগেব: শুব্বানের প্রাথমিক স্তরের কর্মী তথা সংগঠন করতে 'আগ্রহী' ব্যক্তিকে বুঝাবে;

আরেফ: শুব্বানের দ্বিতীয় স্তরের 'সচেতন' কর্মীকে বুঝাবে;

সালেক: শুব্বানের তৃতীয় স্তরের 'অভিযাত্রী' কর্মীকে বুঝাবে;

সালেহ: শুব্বানের চতুর্থ এবং সর্বোচ্চ স্তরের 'নিষ্ঠাবান' কর্মী তথা মজলিসে 'আমের সদস্যকে বুঝাবে;

কেন্দ্র: সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরকে বুঝাবে;

দফতর: কার্যালয় বা অফিসকে বুঝাবে;

মজলিসে 'আম: সংগঠনের সর্বোচ্চ মানের কর্মী তথা সালেহদের নিয়ে গঠিত শুব্বানের সর্বোচ্চ পরিষদকে বুঝাবে;

মজলিসে ক্বারার: শাখা, উপজেলা/থানা, জেলা ও কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝাবে;

ই'আনত: আর্থিক সহায়তা করা বুঝাবে;

বায়তুল মাল: সংগঠনের আর্থিক তহবিলকে বুঝাবে;

তাকলীদে শাখসী: কোন ব্যক্তির অন্ধভাবে অনুসরণ করাকে বুঝাবে;

বৈঠক: সভা অনুষ্ঠিত হওয়া বুঝাবে।

প্রথম অধ্যায়

সংগঠনের নাম

ধারা-১ ঃ এই সংগঠনের নাম "জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ" ।

দফতর

ধারা-২ ঃ বাংলাদেশের রাজধানী শহরে সংগঠনের কেন্দ্রীয় দফতর থাকবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ধারা-৩ ঃ 'কালেমা তাইয়েবা' لا إله إلا الله محمد رسول الله কে যথাযথ উপলব্ধি করত: জীবনের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মসূচি

ধারা-৪ ঃ এই সংগঠনের কর্মসূচি পাঁচটি

ক. <u>ইসলাহুল আকীদাহ্ বা আকীদাহ্ সংশোধন</u>ঃ তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন, খালেস 'ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব মনে প্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

খ. <u>আদ-দা'ওয়াহ্ ওয়াত্ তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার</u>ঃ ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়া এবং তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা।

গ. <u>আত-তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা</u>ঃ ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা।

ঘ. <u>আত-তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ</u>ঃ যুব শক্তিকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান, শিরক্ ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যোগ্য আহলে হাদীস কর্মী গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃত্বে আহলে হাদীস আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

ঙ. <u>ইসলাহুল মুজতামা' বা সমাজ সংস্কার</u>ঃ যাবতীয় অনৈসলামিক রীতিনীতি ও অপসংস্কৃতি প্রতিহত করে কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

তৃতীয় অধ্যায়

সদস্যপদ

ধারা-৫ ঃ এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী দশ হতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের যে কেউ এর সদস্য হতে পারবেন।

স্তর বিন্যাস

ধারা-৬ ঃ এই সংগঠনের কর্মীদের স্তর চারটি

১. রাগেব ২. আরেফ ৩. সালেক ৪. সালেহ।

ক. **রাগেবঃ** শুব্বানের উপর্যুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের আন্দোলনে পূর্ণ আস্থাশীল ৫ম ধারায় বর্ণিত বয়ঃক্রমের যে কেউ নির্ধারিত ফরম পূরণ করে স্থানীয় দায়িত্বশীলের নিকট বা কেন্দ্রে জমা দিলে তিনি 'রাগেব' হিসেবে গণ্য হবেন।

খ. **আরেফ ঃ** সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণকারী, দা'ওয়াতী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী, নিয়মিত মাসিক ই'আনত দানকারী, ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণকারী, এবং সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত যেকোন রাগেব নির্ধারিত ফরম পূরণ করে শাখা/উপজেলা সভাপতির সুপারিশসহ জেলা সভাপতির নিকট পেশ করে তাঁর অনুমোদন লাভ করলে 'আরেফ' হতে পারবেন।

গ. **সালেক ঃ** কোন আরেফ সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে আন্তরিক ও সচেতনভাবে একমত, ইসলামী প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালনে যত্নবান এবং সংগঠনের সার্বিক তৎপরতার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার শর্তসাপেক্ষে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে জেলা সভাপতির সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদন লাভ করলে 'সালেক' হতে পারবেন।

ঘ. **সালেহ ঃ** কোন সালেক যদি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, যাবতীয় হারাম ও কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, ইসলাম ও জাহেলিয়াত বিশেষ করে তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ইত্তেবা'য়ে সুন্নাত ও তাকলীদে শাখসী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন ও সেমতো আমল করেন এবং এই সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির বিপরীত কোন সংগঠনের সাথে জড়িত না থাকেন তবে তিনি নির্ধারিত ফরম পূরণ করে কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট পেশ করার পর মজলিসে ক্বারার এর পরামর্শ ও সমর্থন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদন পেলে 'সালেহ' হতে পারবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
সংগঠন

ধারা-৭(ক) ঃ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক স্তর চারটি এবং এর কাঠামো নিম্নরূপ হবে ঃ

কেন্দ্র
↑
জেলা
↑
উপজেলা/থানা
↑
শাখা
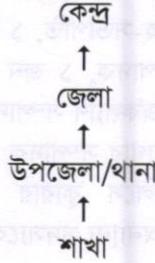
ক. শাখা ঃ বাংলাদেশের যে কোন গ্রাম, জনপদ, মহল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক হল ও হোস্টেল এবং জামে মসজিদের আওতাধীন এলাকায় শাখা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস গঠিত হতে পারে। এসব স্থানে একজন আরেফ থাকলে তিনি মূল দায়িত্ব পালন করবেন। সেখানে কমপক্ষে ১১ জন আরেফ থাকলে ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ-সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, ১ জন ছাত্র/সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ১ জন দফতর সম্পাদক, ১ জন পাঠাগার সম্পাদক এবং ১ জন সদস্যসহ মোট ১১ সদস্যবিশিষ্ট শাখা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের মজলিসে ক্বারার গঠিত হবে।

ক. (১) ঃ শাখা গঠনের পর নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে উপজেলা/থানা সভাপতির সুপারিশে জেলা সভাপতির অনুমোদন নিতে হবে।

ক. (২) ঃ সংগঠনের নিয়মিত কর্মসূচি পালনসহ উপজেলা/থানা, জেলা ও কেন্দ্রের নির্দেশ পালন হবে শাখার কাজ।

ক. (৩) ঃ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের শাখা মজলিসে ক্বারারের মেয়াদ হবে ১ বছর।

খ. **উপজেলা/থানা** ঃ উপজেলা/থানা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস কমপক্ষে তিনটি শাখা নিয়ে গঠিত হবে।

খ. (১) ঃ উপজেলা/থানা সংগঠনের ক্ষেত্রে সেখানে কমপক্ষে ১ জন সালেক/সালেহ থাকলে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সেখানে একাধিক সালেক/সালেহ থাকলে অধস্তন সকল শাখার আরেফ/সালেকদের প্রত্যক্ষ ভোটে গোপন ব্যালটের সাধ্যমে সালেক কিংবা সালেহদের মধ্য থেকে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়া ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, ১ জন ছাত্র/সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ১ জন দফতর সম্পাদক ১ জন পাঠাগার সম্পাদক, ১ জন যুগ্ম-পাঠাগার সম্পাদক এবং ১ জন সদস্যসহ সর্বমোট ১৩ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা/থানা মজলিসে ক্বারার গঠিত হবে। সভাপতি ব্যতীত উপজেলা/থানা মজলিসে ক্বারারের অন্যান্য সদস্যকে কমপক্ষে আরেফ হতে হবে।

খ. (২) ঃ উপজেলা/থানা কমিটি গঠনের পর নির্ধারিত ফরমে জেলা সভাপতির অনুমোদন নিতে হবে।

খ. (৩) ঃ উপজেলা/থানা মজলিসে ক্বারারের উপর উপজেলা/থানার সাংগঠনিক তৎপরতার অগ্রগতি সাধন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। উপজেলা/থানা সংগঠনের নিয়মিত কর্মসূচি পালনসহ জেলা এবং কেন্দ্রের নির্দেশ পালন হবে এর প্রধান দায়িত্ব। এজন্য উপজেলা/থানা সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে জেলা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রের নিকট দায়ী থাকবে।

খ. (৪) ঃ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের উপজেলা/থানা মজলিসে ক্বারারের মেয়াদ হবে ১ বছর।

গ. **জেলা** ঃ একাধিক উপজেলা/থানা সংগঠন নিয়ে জেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস গঠিত হবে। এ পর্যায়ে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবশ্যই সালেহ হতে হবে।

গ. (১) ঃ অধস্তন সকল উপজেলা/থানার সালেক ও সালেহদের প্রত্যক্ষ ভোটে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সালেহদের মধ্য থেকে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। এছাড়া ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন যুগ্ম-প্রচার

সম্পাদক, ১ জন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, ১ জন ছাত্র/সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ১ জন প্রশিক্ষণ সম্পাদক, ১ জন তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, ১ জন দফতর সম্পাদক, ১ জন পাঠাগার সম্পাদক এবং ১ জন যুগ্ম-পাঠাগার সম্পাদকসহ সর্বমোট ১৫ সদস্যবিশিষ্ট জেলা মজলিসে ক্বারার গঠিত হবে। সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ব্যতিত জেলা মজলিসে ক্বারারের অন্যান্য সদস্যকে কমপক্ষে সালেক হতে হবে।

গ. (২) ঃ জেলা গঠনের পর নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের সমর্থনক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদন নিতে হবে। জেলা মজলিসে ক্বারার জেলা সম্মেলনের মাধ্যমে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

গ. (৩) ঃ জেলা মজলিসে ক্বারার জেলার সাংগঠনিক তৎপরতা এবং অগ্রগতি সাধন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। জেলা সংগঠনের নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ কেন্দ্রের নির্দেশ পালন হবে এর দায়িত্ব। এজন্য জেলা সর্বতোভাবে কেন্দ্রের নিকট দায়ী থাকবে।

গ. (৪) ঃ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের জেলা সংগঠনের মজলিসে ক্বারারের মেয়াদ হবে ২ বছর। ক্বারা

গ. (৫) ঃ জেলা মজলিসে ক্বারারের কোন পদ শূন্য হলে অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে জেলা ক্বারারের মিটিংয়ের সিদ্ধান্তক্রমে যোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে উপর্যুক্ত পদ পূরণ করে কেন্দ্রকে অবহিত করবে এবং হালনাগাদ কমিটির তালিকা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

গ. (৬) ঃ জেলা মজলিসে ক্বারার বছরে কমপক্ষে ১২ টি বৈঠকের আয়োজন করবে। এ ছাড়া জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক জরুরি বৈঠকের আয়োজন করবে।

গ. (৭) ঃ জেলা ক্বারারের অনুমোদন, বাতিলকরণ, স্থগিতকরণ, পুনর্গঠন করার সার্বিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

গ. (৮) ঃ **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:**

কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের সিদ্ধান্তানুযায়ী জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জেলার মান দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে–

গ.৮.১ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মজলিসে ক্বারারের মেয়াদ হবে এক শিক্ষাবছর।

গ.৮.২ ঃ জেলার মানে উন্নীত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত থাকবে। তবে কেন্দ্র ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

গ.৮.৩ ঃ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মজলিসে ক্বারার কেন্দ্রের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবে।

ঘ. **কেন্দ্র** ঃ মজলিসে ক্বারার ও মজলিসে 'আম নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় সংগঠন। মজলিসে ক্বারারের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক থাকবেন।

ঘ. (১) ঃ কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারার : ১ জন সভাপতি, ২ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ১ জন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক, ১ জন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, ১ জন ছাত্র/সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ১ জন প্রশিক্ষণ সম্পাদক, ১ জন তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, ১ জন শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, ১ জন আইনবিষয়ক সম্পাদক, ১ জন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক, ১ জন বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক, ১ জন দফতর সম্পাদক, ১ জন পাঠাগার সম্পাদক, এবং ৫ জন সদস্যসহ মোট ২৩ জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারার গঠিত হবে। ৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি কর্তৃক এবং ২ জন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন। তবে মনোনীত সদস্যবৃন্দকেও সালেহ হতে হবে। মজলিসে ক্বারারই হবে সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ।

ঘ. (২) ঃ মজলিসে ক্বারারের দায়িত্বশীলবৃন্দ মজলিসে 'আম-এর সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। ভোটারগণ অবশ্যই সালেহ হবেন। মজলিসে ক্বারার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সালেহদের প্রত্যক্ষ ভোটে কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। এছাড়া মজলিসে 'আম ১৬ জনের একটি প্যানেল নির্বাচিত করবে। অতঃপর মজলিসে ক্বারারের বিভিন্ন পদে (উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে মজলিসে 'আম কর্তৃক নির্বাচিত প্যানেল থেকে) কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দিবেন।

ঘ. (৩) ঃ কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের কোন দায়িত্বশীলের পদ শূন্য হলে ৬০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শুব্বান পরিচালকের সাথে পরামর্শক্রমে 'আম সদস্যদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে তা পূরণ করবেন।

ঘ. (৪) ঃ বছরে কমপক্ষে ৩ বার মজলিসে ক্বারারের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক এ অধিবেশন আহ্বানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধারা: ৭(খ) ঃ উপর্যুক্ত চারটি স্তর ছাড়াও বিভাগীয় শহরগুলোতে মহানগরীর মজলিসে ক্বারার গঠন করা যেতে পারে এবং কেন্দ্র অধস্তন যেকোন স্তরকে কাজের সুবিধার্থে বিভক্ত করতে পারবে। সেক্ষেত্রে মহানগর একটি পৃথক জেলার মানপ্রাপ্ত হবে। একইভাবে সাংগঠনিক কাজে অধিকতর শৃঙ্খলার স্বার্থে কেন্দ্র দেশের সকল সাংগঠনিক জেলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে (মজলিসে 'আম থেকে) পরিচালক/প্রধান নিয়োগ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ

ধারা-৮ ঃ **কেন্দ্রীয় সভাপতি**

ক. দায়িত্ব ও কর্তব্য: সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নকল্পে সংগঠন পরিচালনা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণই সভাপতির প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ক. (১) ঃ কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতি কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কোন জরুরি বিষয়ে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মজলিসে ক্বারারের বৈঠক আহ্বান সম্ভব না হলে যেসকল সদস্যের সাথে সম্ভব যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ক. (২) ঃ সভাপতি তাঁর সকল কাজের জন্য মজলিসে 'আমের নিকট দায়ী থাকবেন।

ক. (৩) ঃ সভাপতির পদ সাময়িকভাবে শূন্য হলে সিনিয়র সহ-সভাপতি অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। তবে পদত্যাগ, অপসারণ বা অনুরূপ কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হলে সিনিয়র সহ-সভাপতি ৬০ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

ক. (৪) ঃ গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা তিনি নিজে কিংবা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন।

ধারা-৯ ঃ **সহ-সভাপতি**

ক. সহ-সভাপতিগণ কেন্দ্রীয় সভাপতি বা মজলিসে 'আম কর্তৃক প্রদত্ত সংগঠনের যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। কোন কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকলে অপর সহ-সভাপতি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১০ ঃ **সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য**

ক. ঃ বিভাগীয় সম্পাদকগণের কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবেন এবং সভাপতির নির্দেশ পালন করবেন।

ক. (১) ঃ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দান করবেন এবং তার কাজের জন্য সরাসরি সভাপতির নিকট এবং সাধারণভাবে মাজলিসে 'আম ও মাজলিসে ক্বারার এর নিকট দায়ী থাকবেন।

ক. (২) ঃ তিনি সভাপতির নির্দেশক্রমে সভা আহবান করবেন, সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। সংগঠনের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং মজলিসে ক্বারারের মাধ্যমে মজলিসে 'আম-এ বার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ধারা-১১ ঃ **কোষাধ্যক্ষ:** কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া বার্ষিক বাজেট পেশ, সংগঠনের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুতকরণ ও যথাযথভাবে তা কার্যকর করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ স্বাক্ষর করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মজলিসে 'আম

ধারা- ১২ ঃ

(ক) প্রত্যেক সালেহ মজলিসে 'আম এর সদস্য হবেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর কার্যকর করার শর্তে মজলিসে 'আম সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) মজলিসে 'আম মজলিসে ক্বারারের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং সংগঠনের সামগ্রিক কার্যক্রম অনুমোদন করবে।

(গ) মজলিসে ক্বারার কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হলে বিষয়টি মজলিসে 'আম এ পেশ করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে মজলিসে 'আম-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) বছরে কমপক্ষে একবার মজলিসে 'আম এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক এ অধিবেশন আহ্বানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঙ) মজলিসে 'আম হবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সংস্থা।

সপ্তম অধ্যায়

পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা পরিষদ

ধারা-১৩ ঃ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি পদাধিকার বলে এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন এবং তাঁর নির্দেশ সংগঠনের সকল দায়িত্বশীল ও কর্মীদের জন্য প্রতিপালনীয় হবে।

ধারা-১৪ ঃ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুব্বান বিভাগের পরিচালক পদাধিকার বলে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর পৃষ্ঠপোষক হবেন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৫ ঃ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দু'জন এবং জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হবেন।

১৫. (ক) সংগঠনের রুটিন ও দৈনন্দিন কাজের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সকল বিষয়ে পরামর্শদান, উৎসাহিতকরণ, সতর্ককরণ, পর্যালোচনা কিংবা প্রয়োজনে কোন সিদ্ধান্ত বাতিলকরণের ক্ষমতা উপদেষ্টা পরিষদ সংরক্ষণ করবে।

ধারাঃ ১৫ (খ) উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য থেকে যেকোন ৩ সদস্যের সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কমিটি কেন্দ্রের বার্ষিক আয়-ব্যয় নিরীক্ষণ করবেন।

ধারা-১৬ ঃ সংগঠনের জেলা, উপজেলা/থানা ও শাখা পর্যায়েও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

সেক্ষেত্রে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ হবে। এর মধ্যে ১ জন জেলা জমঈয়ত সভাপতি কর্তৃক মনোনীত জমঈয়ত কর্মী। এছাড়া বাকী দুই উপদেষ্টা হবেন সদ্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত জেলা শুব্বানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

অষ্টম অধ্যায়

কোরাম

ধারা- ১৭ ঃ সংগঠনের শাখা হতে কেন্দ্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ে বিভিন্ন পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকলেই কোরাম পূর্ণ হবে। মুলতবী বা জরুরি বৈঠকের জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবেনা।

নবম অধ্যায়

নির্বাচন

ধারা-১৮ ঃ (ক) কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ মোট ৫ জন নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন করবেন এবং তাঁরা মজলিসে 'আম কর্তৃক অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

(খ) নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থী হওয়া, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারণা চালানো এবং কারও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে গ্রুপ সৃষ্টি করা সংগঠনের শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রয়োজনে যেকোন অধস্তন সংগঠনের মজলিসে ক্বারার গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করবে।

দশম অধ্যায়

আয়-ব্যয়

ধারা-১৯ ঃ (ক) জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর আয়ের উৎস নিম্নরূপ:

- জমঈয়ত কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
- কর্মীদের মাসিক ই'য়ানাত
- সুধী ই'য়ানাত
- এককালীন দান
- প্রকাশনা আয়
- নিজস্ব উৎস যথা প্রকল্প আয়

এছাড়া মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা ও সামাজিক সেবায় এই সংগঠন বিশেষ তহবিল গঠন করতে পারবে।

(খ) এই সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সকল স্তরে বায়তুল মাল সংগ্রহে কেন্দ্রীয় জমঈয়তকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে পারবে।

(গ) শাখার আয়ের ১/২ অংশ উপজেলা/থানায়, উপজেলা/থানার আয়ের ১/২ অংশ জেলায় ও জেলার আয়ের ১/২ অংশ কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

(ঘ) সংগঠনের নিজস্ব কেন্দ্রীয় রসিদ বই থাকবে, একমাত্র ওই রসিদ বইয়ের সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে শরী'আহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হবে।

(চ) হিসাব সংরক্ষণের জন্য সংগঠনের সকল স্তরে ইসলামিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট বা এরূপ বৈধ কোন অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা যেতে পারে।

(ছ) কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত একটি অডিট কমিটি অধস্তন স্তরে বার্ষিক অডিট পরিচালনা করবে।

একাদশ অধ্যায়

অযোগ্যতা ও অপসারণ

ধারা-২০ ঃ (ক) **আরেফ**:- কোন আরেফ ৬ এর 'খ' ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অমান্য করলে জেলা সভাপতি উপর্যুক্ত পদ বাতিল করতে পারবেন।

(খ) **সালেক**:- কোন সালেক ৬ এর 'গ' ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অমান্য করলে, সালেক হওয়াকালীন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে, সংগঠনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে এবং সংশোধনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবত সংগঠনের কাজে অবহেলা করে চললে কেন্দ্রীয় সভাপতি মজলিসে ক্বারারের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারিত পন্থায় তার সকল পদ বাতিল করতে পারবেন।

(গ) **সালেহ**:- কোন সালেহ বা মজলিসে 'আম সদস্য কিংবা কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি গঠনতন্ত্রের ৬ নং ধারার ক, খ, গ ও ঘ এ বর্ণিত বিষয়সমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অমান্য করলে, স্বেচ্ছায় শারী'আতের স্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করলে অথবা

শুব্বান ও জমঈয়তে আহলে হাদীসের স্বার্থবিরোধী বা মর্যাদাহানিকর কাজে লিপ্ত হলে উপর্যুক্ত দায়িত্বশীলকে পদচ্যুত করা যাবে। শার'ঈ বিষয়ে সংশোধনের জন্য আভ্যন্তরীণ বৈঠকে পারস্পরিক আলোচনা করা যেতে পারে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করতে হলে প্রমাণাদিসহ কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে উপদেষ্টা পরিষদের নিকট পেশ করবেন এবং পনেরো দিনের মধ্যে মজলিসে ক্বারারের বৈঠক আহ্বান করে অনাস্থা প্রস্তাবটি ভোটে দিবেন। তিন-চতুর্থাংশ ভোটে পাস হলে এক মাসের মধ্যে মজলিসে 'আম-এর বৈঠক আহ্বান করে পূর্ণ বিষয়টি সেখানে পেশ করতে হবে। মজলিসে 'আম-এর দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিলে কেন্দ্রীয় সভাপতি পদচ্যুত হবেন। অন্যথায়, অনাস্থা প্রস্তাব অকার্যকর হয়ে যাবে।

(ঙ) প্রয়োজন দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সংগঠনের যেকোন সদস্যের সদস্যপদ মুলতবী করতে পারবেন।

(চ) কোন সালেহ তার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিতে চাইলে তাকে কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সভাপতি পদত্যাগপত্র পাওয়ার সাথে সাথে তার সদস্যপদ মুলতবী হয়ে যাবে এবং কেন্দ্রীয় সভাপতির অনুমোদনের পর তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(ছ) কেন্দ্রীয় সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে মজলিসে 'আম-এর অধিবেশনের মাধ্যমে এবং মজলিসে 'আমের অবর্তমানে মজলিসে ক্বারারের বৈঠকে পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। মজলিসে ক্বারার তা গ্রহণ করলে সভাপতির পদ শূন্য হবে।

(জ) কেন্দ্রীয় সভাপতি কোন শাখা বা উপজেলা/থানা সংগঠনকে ভেঙ্গে দিতে পারবেন এবং জেলার মজলিসে ক্বারারকে কারণ দর্শানোর নোটিস দিতে অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন। অনুরূপভাবে যেকোন স্তরের সদস্য/দায়িত্বশীলকেও কারণ দর্শানোর নোটিস দিতে অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন। তবে কোন জেলা সংগঠনকে বাতিল বা কোন সালেহকে বরখাস্ত করতে হলে অবশ্যই কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারারের অনুমোদন নিতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

গঠনতন্ত্র সংশোধন

ধারা-২১ ঃ এই গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনী প্রস্তাব মজলিসে 'আম-এর তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হবার পর উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ ও পরিশিষ্ট

ধারা-২২ ঃ বিবিধ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যার বিষয়ে মজলিসে 'আমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

পরিশিষ্ট

(শপথ বাণী)

রাগেব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে রাগেব ফরম পূরণ করে অঙ্গীকার করছি যে,

আমি .. ..

- মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণে একনিষ্ঠ হব।
- প্রায়োজনীয় ইসলামী জ্ঞানের অনুশীলনে যত্নবান হব।
- সংগঠনের যাবতীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলব।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপর্যুক্ত শপথ যথাযথভাবে 'আমল করার তাওফীক্ব 'আতা করুন– আমীন।

অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

আরেফ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণ করত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সাক্ষী রেখে আরেফ ফরম পূরণ করে অঙ্গীকার করছি যে,

আমি .. ..

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে একনিষ্ঠ থাকব।
- দা'ওয়াতী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করব।
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট রক্ষা করব ও নিয়মিত মাসিক ই'য়ানত প্রদান করব।
- সংগঠনের যাবতীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলব।
- সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেকোন ত্যাগ স্বীকারে ইন শা আল্লাহ প্রস্তুত থাকব।
- সাংগঠনিক কাজে নেতার প্রতি অনুগত থাকব।

মহান আল্লাহ আমাকে উপর্যুক্ত শপথ যথাযথভাবে 'আমল করার তাওফীক 'আতা করুন-আমীন।

অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

সালেক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি সচেতনভাবে ঐকমত্য পোষণ করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকে সাক্ষী রেখে সালেক ফরম পূরণ করে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

আমি .. ..

- ইসলামের প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করব।
- সংগঠনের সার্বিক তৎপরতার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকব।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করব।
- দা'ওয়াতী কাজসহ সংগঠনের উন্নতির জন্য আমার সাধ্যমত চেষ্টা চালাব।
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট রক্ষা করব ও অন্যদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করব।
- সংগঠনের সকল নিয়ম ও শৃঙ্খলা গঠনতন্ত্র মোতাবেক মেনে চলব।
- আহলে হাদীস আন্দোলনের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে ইন শা আল্লাহ সর্বদাই প্রস্তুত থাকব।
- সামষ্টিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করব।

মহান আল্লাহ আমাকে উপর্যুক্ত শপথ যথাযথভাবে 'আমল করার তাওফীক 'আতা করুন– আমীন।

অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ